আজকের কাগজ

তারিখ 16 SEP 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বাংলাদেশ

নিরক্ষরতা মানব সভ্যতার জন্যে এক বিরাট অভিশাপ। বাংলাদেশ আজ সেই অভিশাপের কড়াল গ্রাসে জর্জরিত। গত ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে যখন 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালিত হলো তখন বাংলাদেশে জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমগ্ন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ২২ বছর। কিন্তু এ বাইশ বছরে দেশের শিক্ষিতের হার মোটেও বৃদ্ধি পায়নি। বরং এ হার যে তিমিরে ছিলো সে তিমিরেই রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে দায়ী তা হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। আজও আমাদের দেশে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জীবন ধারার কোনো যোগবন্ধন স্থাপিত হলো না। এক দিগন্তে রয়েছে এ দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সংযোগহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্য দিগন্তে রয়েছে দারিদ্র্য জর্জরিত জনগোষ্ঠি এ দু'য়ের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হলো না এতোকালেও। ফলে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকাংশই হয়েছে অপচয়। আজো সেই অপচয়ের ধারাবাহিকতা বজায় আছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ শহর নির্ভর হয়ে পড়েছে। শহরে শিক্ষা ক্ষেত্রে দেয়া হচ্ছে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা। পক্ষান্তরে গ্রামে শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে সেসব সুযোগ-সুবিধায় অপ্রতুলতা। ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশের ৭৫ শতাংশ নিরক্ষরের মধ্যে ৭০ শতাংশই দরিদ্র গ্রামবাসী। তাই আমাদেরকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে গ্রামের ঐ ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরতা দান করতে হবে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও করতে হবে উন্নত। 'সাক্ষরতা অভিযান' এবং 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগান শুধু বুলি সর্বস্ব হলে চলবে না। তাকে কার্যকর করতে হবে এবং গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষা বিষয়টিকে করতে হবে আরো আকর্ষণীয়। তবেই দেশের জনগণ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে সাক্ষরতার সুফল ভোগ করতে পারবে।

দিমলেন্দু সরকার বুলান
এমএসএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।